ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ❑ আগরতলা ❑ পশ্চিম ত্রিপুরা ❑ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ

তারিখ ঃ

প্রেস রিলিজ

(১)

কল্যাণপুর অমর কলোনীতে নাবালিকার ওপর গণধর্ষণের প্রতিবাদে

মুখর মহিলা কমিশন

বিগত ১৯শে মার্চের প্রায় সব স্থানীয় সংবাদপত্রে 'গণধর্ষণের শিকার নাবালিকা' খবরের ভিত্তিতে মহিলা কমিশনের দুজন সদস্য ২২/৩/১০ তারিখে কল্যাণপুর থানার অফিসারের কাছে থেকে ঘটনার সত্যতার সন্ধান পেয়ে অনুসন্ধানকারী অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে অমরকলোনী নিবাসী ১৮ বছরের নাবালিকা ধর্ষিতা কণিকা (আসন নাম নয়) চৌধুরীর বাড়ীতে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে ঘটনা সমন্ধে নিশ্চিত হন। কনিকার লিখিত জবানবন্দী নেওয়া হলেও প্রত্যক্ষদর্শী বান্ধবী সবিতা (আসল নাম নয়) বর্মাকে বাড়ীতে পাওয়া যায়নি। দুর্ভাগ্যের শিকার সরল মেয়েটি কাঁদতে কাদঁতে গত ১৮/৩/১০ তারিখ ভয়ঙ্কর রাতটির বিশদবিবরণ কমিশনের সদস্যদের সামনে তুলে ধরে। মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত ও নরপশুদের হুমকীর ভয়ে আতঙ্কিত মেয়েটিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার আশ্বাস কমিশনের তরফে দেওয়া হয়েছে। এইসঙ্গে থানার কর্তব্যপরায়ণ পুলিশ অফিসারকে একান্ত অনুরোধ জানানো হয়েছে বাকী দু-জন পলাতক অভিযুক্তদের সত্বর গ্রেপ্তার করে যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা তাঁরা করেন। কল্যাণপুর থানার অফিসারদের তৎপরতায় ধর্ষিতা মেয়েটি ও প্রত্যক্ষদর্শী বান্ধবী সবিতার জবানবন্দী ২৩/৩/১০ তারিখে নথীভুক্ত হওয়ায় কমিশন কৃতজ্ঞ। সমাজের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে মহিলা কমিশনও সুষ্ঠু বিচারের অপেক্ষায় থাকবে।

গ্রামে গঞ্জে এ ধরণের নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় কমিশন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে এ ধরনের ঘটনায় মহিলা কমিশন তৎপরতার সঙ্গে প্রতিটি ক্ষেত্রেই গিয়ে উপলব্ধি করতে পারছেন যে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত শিক্ষার অভাব, পরিবেশ সম্বন্ধে

27/3/10

Archana Bhattacharjee
Member Secretary,
Tripura Commission for Women.

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ❑ আগরতলা ❑ পশ্চিম ত্রিপুরা ❑ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ তারিখ ঃ

সচেতনতার অভাব ও দারিদ্রের কারণে কিছুসংখ্যক উচ্ছৃঙ্খল দুষ্কৃতকারী মধ্যযুগীয় বর্বর ঘটনা সংঘটিত করে সমাজকে কলঙ্কিত করে চলেছে। সমাজিক অবক্ষয়, আত্মীয়তা, প্রতিবেশীসুলভ ভালবাসার বন্ধন মানুষ ভুলতে বসেছে। এরই ফলশ্রুতি - বর্তমান নারী সচতনতা, নারী ক্ষমতায়ন ও সমান অধিকারের যুগে বাস করেও একাংশ নারীর জীবনে শৈশবকাল থেকেই নেমে আসছে অন্ধকার, এর থেক উত্তোরণের একমাত্র পথ সমাজ ও পরিবেশ সর্ম্পকে সচেতনতা ও প্রকৃত শিক্ষার আলোকে আলোকিত হওয়া। ত্রিপুরা মহিলা কমিশন এই আশা নিয়েই ক্রমাগত সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করে চলেছে, এবং সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে, সংস্থাকে এ ধরণের শিবিরের আয়োজন করার জন্য উৎসাহিত করছে।

27/3/10

Archana Bhattacharjee
Member Secretary,
Tripura Commission for Women.

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ❑ আগরতলা ❑ পশ্চিম ত্রিপুরা ❑ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ (2) তারিখ ঃ

অমরপুর বামপুরের ইটভাটায় নবজাতক ক্রয় বিক্রয়ের ঘটনায় মহিলা কমিশন

আমাদের রাজ্যের প্রায় সব ইটভাটাগুলিতে রাজ্যের বাইরে থেকে মহিলা শ্রমিকরা কাজ করতে আসেন। শীতের মরসুম থেকে বর্ষা শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই কয়েকমাস তারা অস্থায়ীভাবে ভাটাগুলির পাশে মালিকদের তৈরী করা ঘরে বসবাস করেন। দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় এই শ্রমিকরা ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধিও তাঁরা রক্ষা করতে পারে না। খুবিই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদের জীবনযাপন করতে হয়। শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষা নেই বললেই চলে। বেশিরভাগ ইট ভাটায়ই মালিকরা যেমন শ্রমিকদের জন্য আইনাআনুগ সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে না তেমনি শ্রমিকদেরও স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে কোন চেতনা নেই।

গত ১২-৩-১০-এ স্থানীয় একটি পত্রিকায় 'জন্মেই পণ্য নবজাতক' এই সংবাদ প্রকাশিত হলে তা কমিশনের নজরে আসে। কমিশনের দুইজন সদস্য এর বিস্তারিত জানতে অমরপুরে বামপুর ত্রিপুরেশ্বরী ইটভাটায় যান। সংবাদে প্রকাশিত ছিল উক্ত ইটভাটার এক অবিবাহিত মহিলা শ্রমিক, অনিতা মুন্ডা, তার নবজাতক পুত্রকে ইটভাটার পাশে বসবাসকারী এক ব্যবসায়ী রূপন দাসের নিকট বিক্রয় করে দেয়। কমিশন সদস্যরা প্রথমত বীরগঞ্জ থানায় যোগাযোগ করে ওসির সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলে জানতে পারেন যে এ বিষয়ে থানায় কোন অভিযোগ আসেনি। তারপর কমিশন সদস্যরা ত্রিপুরেশ্বরী ইটভাটায় যান। সেখানে ভাটার ম্যানাজার শ্যামল চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন যে অনিতা মুন্ডা নামে কোন মহিলা শ্রমিক তাদের রেজিষ্ট্রারে নথিভুক্ত নেই। তবে পুনম মুন্ডা (নাগ) নামে এক মহিলা শ্রমিক প্রায় মাস দুয়েক আগে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। সন্তানটি তার কাছেই আছে।

পুনমের সঙ্গে কমিশনের সদস্যরা কথা বললে সে জানায় সে বিবাহিতা। তার স্বামীর নাম দীপক মুন্ডা। প্রতিবেশী রূপন দাস পুনমের নবজাতক পুত্র সন্তানকে নিতে চেয়েছিল কারণ রূপনের কোন ছেলে সন্তান নেই। তবে টাকার বিনিময়ে নয় বলে পুনম জানায় । পুনম কমিশন সদস্যদের কাছে বলে যে রূপন তার সন্তানকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে ব্রত, পূজা, ইত্যাদি সেরে আবার পুনমের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে যায়। কথা বলার সময় পুনম সত্য কথা বলছে কিনা তা নিয়ে কমিশন সদস্যদের মনে সন্দেহ হয়েছিল। কমিশনের সদস্যরা রূপন দাসের বাড়ীতেও গিয়েছিলেন। সে সময় রূপন দাস বাড়িতে ছিলেন না। রূপন দাসের মা এবং স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে তাদের জবানবন্ধী নেওয়া হয়। তারা স্বীকার করেন পুনমের শিশু পুত্র আনার কথা রূপন মাও স্ত্রীকে জানিয়েছিল। মা তাতে বাধা দিয়েছিলেন বলে আনতে পারেননি।

Archana Bhattacharjee
Member Secretary,
Tripura Commission for Women.

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ❑ আগরতলা ❑ পশ্চিম ত্রিপুরা ❑ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ

তারিখ ঃ

এই ঘটনার তদন্তে গিয়ে কমিশন বুঝতে পারে পুনম মুন্ডার শিশুপুত্রটি রূপনকে দিতে সব প্রস্তুতিই সম্পন্ন ছিল। এটা দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে স্থানীয় অনেকেরই বিষয়টি জানা থাকলেও কেউ এব্যাপারে মুখ খুলতে নারাজ। কমিশনের সদস্যরা বামপুর এলাকার পঞ্চায়েত প্রতিনিধি ও অন্যান্যদের সঙ্গে রূপন দাসের শিশু নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচন করেন। সন্তান কেনা বেচা যে দন্ডনীয় অপরাধ একথা কমিশন সদস্যরা সকলকে বলেছেন। রূপন দাসের পরিবার পরিজনদের কমিশন পরামর্শ দিয়েছে তাঁরা যদি শিশুটি নিতে চান এবং পুনম মুন্ডা তার শিশুপুত্র দিতে রাজী থাকে তাহলে তা দত্তক আইন অনুযায়ী নেওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে কিছু জানতে বা বুঝতে হলে কমিশন তাদের সাহায্য করবে।

27/3/10

Archana Bhattacharjee
Member Secretary,
Tripura Commission for Women